দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 16 JUN 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

34

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার উন্মোচিত দিগন্ত

মাসুদ কামাল

বয়স তাঁর ৬২ বছর। তাঁর ওপর মহিলা। ছেলে-মেয়ে তো বটেই, ইতোমধ্যে একাধিক নাতি-নাতনির মুখও তিনি দেখেছেন। দিনের বেশিরভাগ সময় তাঁর কাটে নামাজ-কালামে, আর শুয়ে-বসে। 'সেকেলে' বিবেচনায় স্কুল-কলেজগামী নাতি-নাতনিরাও আজকাল আর তাঁকে তেমন

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা পাচ্ছে কৃষকরাও

সময় দিতে চায় না। অগত্যা অবসর কাটে তাঁর অতীত স্মৃতিচারণে। লেখাপড়ায় আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক রক্ষণশীলতার কারণে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে পেরেছিলেন। এর পরই বিয়ে আরেক রক্ষণশীল ধনাঢ্য পরিবারে। স্বামী সেবা, সংসার দেখাশোনা, সন্তান লালন-পালন এসব করতে করতে কেটে গেছে এত বছর। তো গুলশানে অবস্থানরত এই বৃদ্ধ মহিলাই একদিন জানালেন—তিনি এসএসসি পরীক্ষা দিতে চান। আবার শুরু করতে চান লেখাপড়া। এতে সময় কাটবে, আর সেই সাথে পূর্ণ হবে জীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাটি। কলেজগামী নাতনি এ কথা শুনে হেসে বলে—দাদু, তুমি কি বই-খাতা নিয়ে এখন বাচ্চা মেয়েদের সঙ্গে স্কুলে যাবে?

না, স্কুলে যাবার দরকার নেই, ঘরে বসেই এখন এসএসসি পরীক্ষা দেয়া সম্ভব। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সেই স্বর্ণদ্বার খুলে দিয়েছে। বয়স এখন আর কোন প্রতিবন্ধকতা নয়। প্রতিবন্ধকতা নয় সম্পদ কিংবা ব্রেক অব স্টাডি। সীট নেই, প্রয়োজনীয় মার্কস নেই—এসব শুনেও আর ফিরে আসতে হবে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজা থেকে। ঘরে বসেই, প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার অপরাপর কাজকর্মের ফাঁকে যে কেউ তার প্রয়োজনীয় বিষয়টিতে জ্ঞানার্জন করতে পারবে। পারবে এ বিষয়ে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সমাজে মহামূল্যবান বলে পরিচিত সার্টিফিকেটটি পর্যন্ত সংগ্রহ করতে। আরও বড় কথা হচ্ছে সেই সার্টিফিকেটের ব্যবহারিক গুরুত্ব প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সার্টিফিকেটের চেয়ে কম হবে না বিন্দুমাত্র।

বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু হয়েছে ১৯৯২ সালের শেষার্ধে। এখনও এটি রয়েছে প্রকল্প পর্যায়ে। '৯৮-'৯৯ সাল নাগাদ শেষ হবে প্রকল্পের কাজ। কিন্তু এরই মধ্যে প্রকল্পের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমও শুরু হয়ে গেছে। প্রায় প্রতিদিনই রেডিও-টিভিতে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। প্রথম দিকে এসব অনুষ্ঠানের প্রতি দর্শক-শ্রোতাদের তেমন আগ্রহ দেখা না গেলেও ইদানীং অবশ্য কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে সে মনোভাবের। তার পরেও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটা বিরাট সংখ্যক মানুষের রয়েছে ভুল ধারণা। এমন অনেক 'শিক্ষিত' মানুষ রয়েছেন যাদের বিবেচনায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে ডাকযোগে বাইবেল শিক্ষা জাতীয় কিছু একটা। এটা যে প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রমের চাইতেও বিস্তৃত পরিসরের একটা উদ্যোগ তা তাদের ধারণাতেই নেই। এতে অবশ্য ভুল ধারণাকারীদের তেমন দোষ দেয়া যায় না। আসলে কেবল বাংলাদেশে কেন, সারা বিশ্বের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়টিকে এক রকম নতুন ধারণাই বলা চলে। খোদ ইংল্যান্ডেই বিশ্বের প্রথম উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৬৯ সালে। আর এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭১ সালে। বাংলাদেশে এর মাত্র চার বছর পরে এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু হলেও সরকারীভাবে একে স্বীকৃতি দিতে আরও ১৬ বছর লেগে যায়। এখন ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ইরান, চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, কানাডাসহ বিশ্বের অনেক দেশেই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু রয়েছে। কোথাও কোথাও তো একাধিক এমনকি—বেসরকারী পর্যায়ে পর্যন্ত রয়েছে এসব বিশ্ববিদ্যালয়।

টেলিভিশন বা রেডিওতে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় তার অধিকাংশই হচ্ছে এর অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের অংশবিশেষ। সমাজের সকল শ্রেণীর বিভিন্ন বয়সী মানুষকে তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় দিকগুলো সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান প্রদানই এ অনুষ্ঠানের লক্ষ্য। স্বাস্থ্য, পরিবেশ, পশুপালন— এসব বিষয়ের ওপর যে অনুষ্ঠানগুলো প্রচারিত হচ্ছে তা থেকে মানুষ তাদের ব্যবহারিক জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ, আরও বিজ্ঞানসম্মত করতে পারছে। কিন্তু তার পরও এটাই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র শিক্ষা কার্যক্রম নয়, এ ছাড়াও রয়েছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম। এ কার্যক্রমে শিক্ষার্থীকে পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে জ্ঞান দান করা হয়। প্রচলিত শিক্ষাক্রমে যে সকল পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হয়, এখানে তার খুব একটা ব্যতিক্রম কিছু হয় না। একই বিষয় পড়ানো হয়, তবে কিছুটা ভিন্ন পদ্ধতিতে। ক্লাস রুমের চার দেয়ালকে ছাড়িয়ে ইলেকট্রনিক প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে শিক্ষকের শিক্ষাদানের কাজটি এখানে ছড়িয়ে পড়ে দেশব্যাপী। রেডিও-টিভির সামনে বসে সবাই একই সঙ্গে অনুসরণ করতে পারে শিক্ষককে। শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার এই ভিন্নতার কারণে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকসমূহকেও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাজিয়েছে কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে। তা ছাড়া কোন কোন শিক্ষাক্রমে বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে সরবরাহ করা হচ্ছে অডিও ক্যাসেটও। এতে করে শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছামতো অডিও ক্যাসেটের সঙ্গে পাঠ্যপুস্তককে মিলিয়ে জ্ঞানার্জন করতে পারছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার একটা নির্দিষ্ট সময় পরে পরীক্ষায় অংশ নিতে হয় শিক্ষার্থীদের। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের দেয়া হয় পাসের সার্টিফিকেট। আগেই বলা

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

হয়েছে, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এখনও রয়েছে প্রকল্প পর্যায়ে। ১৯৯৯ সাল নাগাদ এর কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হবে। তার পরও বর্তমানে পাঁচটি বিষয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাদান কার্যক্রম চলছে। বিষয়গুলো হচ্ছে—বিএড, সার্টিফিকেট ইন ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি (সেল্প), সার্টিফিকেট ইন ম্যানেজমেন্ট, ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট এবং এসএসসি। এ সব বিষয়ে পড়তে চাইলে শিক্ষার্থীদের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয় এবং নিয়মিত পড়াশুনা করে পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। পরীক্ষায় পাস করলে তাদেরকে দেয়া হয় প্রচলিত পদ্ধতির সমমানের সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা কিংবা ডিগ্রী। বর্তমানে মাত্র পাঁচটি বিষয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান চললেও খুব শীঘ্রই তা আরও বাড়ানোর চিন্তা ভাবনা চলছে। আগামী দু' তিন বছরের মধ্যে তা বেড়ে ১৮তে উন্নীত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে যে সব বিষয় থাকবে সেগুলো হচ্ছে—এসএসসি, এইচএসসি, বিএ, বিকম, সার্টিফিকেট অব এডুকেশন, বিএড, এমএড, সার্টিফিকেট অব ম্যানেজমেন্ট, ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট, ডিগ্রী ইন নার্সিং, ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার এপ্লিকেশন, সার্টিফিকেট ইন ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি, সার্টিফিকেট অন এ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি, ব্যাচেলর ইন ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং, সার্টিফিকেট ইন এগ্রো প্রসেসিং, পোলট্রি এ্যান্ড লাইভস্টক, পিসিকালচার এন্ড ফিশ প্রসেসিং এবং ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার। বিষয়গুলোর নাম দেখেই বোঝা যায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নির্বাচন হয়েছে মূলত আমাদের দেশের ব্যবহারিক প্রয়োজনকে সামনে রেখেই। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি সে সময় একই সাথে সমসংখ্যক অনানুষ্ঠানিক প্রোগ্রামও চালু থাকবে। যে সব বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হবে সেগুলো হচ্ছে—মৌলিক বিজ্ঞান ও গণিত, কৃষি, রেশম ও মৎস্য চাষ, বনায়ন ও উদ্যান বিদ্যা, পশুপাখি ও হাঁস-মুরগি পালন, ব্যাংক ঋণ, বিপণন ও ব্যবস্থাপনা, খাদ্য তৈরি ও সংরক্ষণ, মাতৃমঙ্গল, শিশু পরিচর্যা ও পরিবেশ, সেচ ব্যবস্থাপনা এবং ধর্ম ও নীতি বিজ্ঞান।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ নিয়ে নানা ধরনের কথা প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন, যেহেতু কোন ছাদের নিচে বা ঘরের মধ্যে এর ক্লাস হচ্ছে না তাই একে বলা হচ্ছে উন্মুক্ত। এ সংজ্ঞাটিকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া না গেলেও একে অতি সরলীকৃত বিশেষণে চিহ্নিত করা যায়। আসলে এই উন্মুক্ত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন অর্থে। এ বিশ্ববিদ্যালয় বয়সের দিক দিয়ে উন্মুক্ত। যে কোন বয়সের— কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সবাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেন। উন্মুক্ত এটা সময়ের দিক থেকেও। এক ক্লাসে এক বছরের বেশি থাকা যাবে না—প্রচলিত এ ধারণা এখানে অচল। যে যতদিনে পারেন, একটি পাঠ্যক্রমের সব ক'টি বিষয়ে পাস করতে পারলেই হলো। এমনকি একবার পাস করা বিষয়টিতে পুনরায় পরীক্ষা দেয়ারও প্রয়োজন নেই। যেমন ধরা যাক প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার কথা। একজন ছাত্র এসএসসি পরীক্ষায় সাতটি বিষয়ে পাস করে তিনটিতে ফেল

(১২-এর পাতায় দেখুন)

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

(১-এর পাতার পর)

করলে পরবর্তী বছর আবার তাকে দশ বিষয়েই পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এ নিয়ম চলবে না। সেখানে একবার পাস করা বিষয়ে দ্বিতীয়বার আর পরীক্ষা দিতে হবে না। পরীক্ষার এ পদ্ধতি সম্পর্কে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ এম শমশের আলী জানান, একবার পাস করা বিষয়ে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেয়ার এ নিয়ম উন্নত দেশগুলোতে অনেক আগে থেকেই নেই। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েও তাই সনাতন সেই নিয়ম রাখা হয়নি।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংখ্যার দিক দিয়েও উন্মুক্ত। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উচ্চতর শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার যে মর্মান্তিক ঘটনা দেশে প্রতিবছরই ঘটছে, তা অনুপস্থিত থাকবে এখানে। সীমাবদ্ধ আয়তনের ক্লাস রুমের বালাই নেই বলে যত সংখ্যক ইচ্ছা ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারবে। প্রথমবার বলে এ বছর এসএসসি প্রোগ্রামে ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরবর্তী বছরগুলোতে এ সংখ্যা আরও বাড়ানো যাবে অনায়াসেই। কেবল এসএসসি-ই নয়, সকল ক্লাস বা কোর্সের ক্ষেত্রেই এ নিয়ম বর্তমান। একটি নির্দিষ্ট কোর্সে ভর্তি হতে কোন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে না। অর্থাৎ যিনি এমএ পড়তে চান তার বিএ পাস সার্টিফিকেট থাকলেই চলবে। তেমনিভাবে বিএ পড়ার জন্য ইন্টারমিডিয়েট পাস, আইএ পড়ার জন্য এসএসসি পাস, বিএড-এর জন্য স্নাতক পাস থাকতে হবে। তবে এ নিয়মের কিছুটা ব্যতিক্রম করা হয়েছে এসএসসি'র জন্য। এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা ধরা হয়েছে অষ্টম শ্রেণী পাস। এসএসসি'র দশটি বিষয়ের মধ্যে প্রতিবছর সর্বোচ্চ ৫টি এবং সর্বনিম্ন তিনটি বিষয় নিয়ে পড়া যাবে। ফলে এসএসসি পাস করতে সময় লাগবে দুই বা ততোধিক বছর।

একটি প্রশ্ন অনেকেই জানতে চান—উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিতে আগ্রহীরা ভর্তি হবে কোথায়? এর সহজ উত্তর হচ্ছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক ও স্থানীয় কেন্দ্রে। কেবল ভর্তিই নয়, সেই সাথে রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষা, বইপত্র সরবরাহও—এ সংক্রান্ত সকল তথ্য পরিবেশন করা হবে এসব কেন্দ্র থেকে। দেশের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের দশটি আঞ্চলিক কেন্দ্র ইতোমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রগুলো অবস্থিত ঢাকা, বরিশাল, যশোর, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম জেলা শহরে। এ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে ৮০টি স্থানীয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এসব কেন্দ্রেও ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষার সুযোগ থাকবে। এ ছাড়া স্থানীয় কেন্দ্রসমূহে অডিও-ভিডিও পাঠাগারও থাকবে। স্থানীয় কেন্দ্রের পাশাপাশি দেশের থানাসমূহে একটি বা একাধিক টিউটোরিয়াল কেন্দ্রও থাকবে। দেশের ৪৬০টি থানায় টিউটোরিয়াল কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে ৫৯০টি। এসব কেন্দ্রে মাসে দু'টি করে টিউটোরিয়াল ক্লাস নেয়া হবে। স্থানীয় সরকারী বিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক বন্ধের দিনে অনুষ্ঠিত হবে এসব ক্লাস। স্কুলের খ্যাতনামা শিক্ষকরাই এ ক্লাস নেবেন। রেডিও-টিভির ক্লাসের পরও কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীর কোন প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে তা এই টিউটোরিয়াল ক্লাসে সমাধান করে নেয়ার সুযোগ থাকবে। এসএসসি পর্যায়ের ক্লাসগুলো স্কুলে হলেও উচ্চতর শ্রেণীর ক্লাস হচ্ছে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে। এ ছাড়া জটিল কোন সমস্যা দেখা দিলে চিঠিপত্রের মাধ্যমেও সমাধান দেয়ার নিয়ম রয়েছে।

তবে অভিজ্ঞজনদের মতে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক্রমে পাঠ্যপুস্তকগুলো এমন বিশেষভাবে রচিত যে, জটিল কোন সমস্যার উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তা ছাড়া টিভি-রেডিওতে যে সকল শিক্ষক শিক্ষা দান করেন তাঁরা স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শী থাকেন। শিক্ষকের লেকচার একই সঙ্গে দেশব্যাপী প্রচারিত হচ্ছে বলে কোন প্রকার ফাঁকি বা গোঁজামিল দেয়ারও সুযোগ থাকে না। তা ছাড়া প্রতিটি লেকচারের পরই তার মান নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পর্যালোচনাও করে থাকে। প্রচারের আগে অডিও-ভিডিও ক্যাসেটটি একাধিকবার চালিয়েও তার দোষত্রুটি সংশোধন করা হয়। ফলে দেখা যায় অতি অল্পসংখ্যক উচ্চমানের শিক্ষক একই সাথে সর্বোচ্চসংখ্যক শিক্ষার্থীকে জ্ঞান দিতে পারছেন।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া সেন্টারটি কেবল যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমের অডিও-ভিডিও সহযোগিতা দান করে তা নয় একই সাথে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমের অডিও-ভিডিও রেকর্ডও এই কেন্দ্রেই হয়ে থাকে। রেকর্ডকৃত সেসব ক্যাসেটই পরবর্তীতে রেডিও কিংবা টিভি স্টেশন থেকে সম্প্রচারিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ের ভিডিও ক্যাসেট অনেক সময় কেন্দ্র থেকে সরাসরি বিক্রি করা হয়। মিডিয়া সেন্টারটিকে অন্য কথায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা দেশব্যাপী বিস্তৃত বলে যত ভাল অডিও-ভিডিও লেকচার রেকর্ড করা যাবে এবং তা যত বেশিবার প্রচার করা যাবে ততই উপকৃত হবে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী। এ শিক্ষা পদ্ধতিতে ছাত্র-শিক্ষকের সরাসরি আন্তঃক্রিয়ার বিষয়টি অনুপস্থিত থাকে বলে লেকচারগুলো তৈরিও করতে হয় তেমনি সতর্কতার সঙ্গে। মিডিয়া সেন্টারের প্রযুক্তিগত আধুনিকতার বিষয়টিও এ ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখা জরুরী।

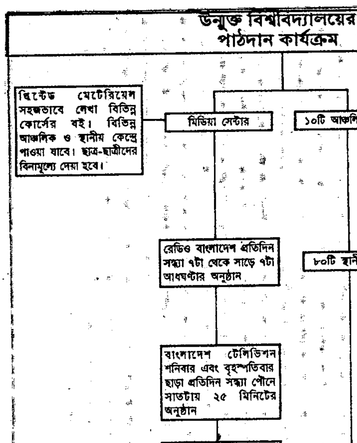

উন্নতমানের লেকচার রেকর্ডের পাশাপাশি তা বেশিবার সম্প্রচারের বিষয়টিও দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বর্তমানে যে হারে টিভি ও রেডিওতে মাত্র আধঘণ্টা করে অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে তা অভিজ্ঞমহলের মতে নিহায়তই অপ্রতুল। অবশ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন সম্প্রচারের সময় বাড়ানোর ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমত হয়েছেন বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের মতে, রেডিও একটি পৃথক চ্যানেল উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছে। আর টেলিভিশন তার দ্বিতীয় চ্যানেল চালু করলে প্রথম তিন বছর ছয় ঘণ্টা করে এবং চতুর্থ বছর থেকে দশ ঘণ্টা করে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান সম্প্রচারে রাজি হয়েছে।

১৯৯৯ সালে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় যখন তার প্রকল্প পর্যায় থেকে উন্নীত হয়ে পূর্ণাঙ্গ কলেবরে কাজ শুরু করবে, ততদিনে আশা করা যায় টিভি-রেডিওর সম্প্রচার সময়সীমাও বাড়বে প্রত্যাশিত হারে। সে ক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান স্থবিরতা কাটাতে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কতটা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম, তাও স্পষ্ট হয়ে যাবে দেশবাসীর কাছে।

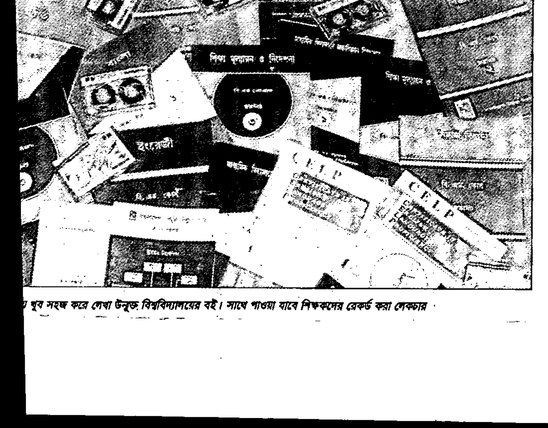

খুব সহজ করে লেখা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বই। সাথে পাওয়া যাবে শিক্ষকদের রেকর্ড করা লেকচার